শরীরের দাগ দূর করতে লেজার থেরাপি

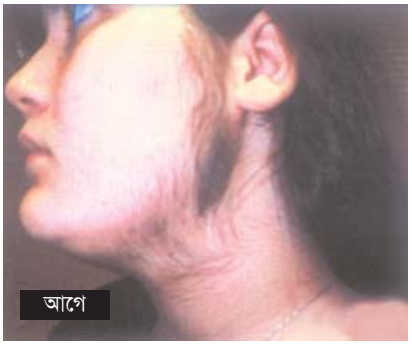

বাংলাদেশের চিকিৎসা সেবায় সম্প্রতি যোগ হয়েছে নতুন আরেকটি প্রযুক্তি। এই প্রযুক্তিতে লেজার রশ্মিকে কাজে লাগিয়ে শরীরের বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা করা হয়। ফলে মুখের ব্রণ থেকে শুরু করে সোরিয়াসিস এমনকি শ্বেতী রোগেরও স্থায়ী সমাধান সম্ভব হবে এখন।

ঢাকার বারিধারায় গত ১৬ ডিসেম্বর ২০০৪ যাত্রা শুরু করেছে লেজার মেডিকেল সেন্টার। এই সেন্টারে লেজার রশ্মি দিয়ে বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা করা হয়। লেজার মেডিকেল সেন্টারের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ডা. জাহানারা ফেরদৌস খান এ ধরনের কাজের প্রতি তার আগ্রহের কারণ ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন, তিনি বেশ কয়েক বছর ডার্মাকোলজিতে প্র্যাকটিস করেছেন। এই সময় তিনি দেখেছেন, ওষুধ লাগিয়ে বা খেয়ে রোগীরা সম্পূর্ণভাবে সেরে উঠছেন না বা সন্তুষ্ট হচ্ছেন না। দেশের বাইরে এ ধরনের চিকিৎসায় খুব হাইটেক ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে যার দ্বারা খুব সুন্দরভাবে এই রোগের চিকিৎসা সম্ভব। আবার এসব রোগীও চিকিৎসা পেয়ে সন্তুষ্ট থাকেন। তিনি আরো জানান, হাইটেকের ক্ষেত্রে চিকিৎসা সময়টাও কম লাগে এবং রোগীকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে থাকতে হয় না। ১/২ ঘন্টার মধ্যেই চিকিৎসার কাজ সম্পন্ন করা হয়।

লেজার মেডিকেল সেন্টারের কনসালটেন্ট ফিজিশিয়ান ডা. সামনুন এফ তাহা বহুদিন ইংল্যান্ডে ছিলেন। তিনি সব সময় ভাবতেন দেশে ফিরে ভালো একটা কিছু করবেন। সেই ভাবনার হাত ধরেই এ লেজার মেডিকেল সেন্টারের পথ চলা শুরু।

লেজার মেডিকেল সেন্টারে ব্রণ, মেসতা, শ্বেতী, মুখের গর্ত বা দাগ, বলিরেখা, সোরিয়াসিস, স্কিন ক্যান্সার প্রভৃতি রোগের চিকিৎসা দেয়া হয়। এছাড়াও হেয়ার রিমুভ, হেয়ার রিগ্রথ, হেয়ার ট্রান্সপ্লানটেশন ইত্যাদি চিকিৎসা লেজার মেডিকেল সেন্টারে দেয়া হয়।

লেজার মেডিকেল সেন্টারের উদ্যোক্তরা ২০০০কে জানান, আমাদের দেশে এ ধরনের প্রচুর রোগী রয়েছে, যাদের অনেকেই লেজার ট্রিটমেন্টের জন্য ব্যাংকক বা সিঙ্গাপুর যান। ফলে দেশে এ ধরনের চিকিৎসার চাহিদা খুব বেশি। লেজার মেডিকেল সেন্টার ইতিমধ্যেই বেশ ভালো সাড়া পেয়েছে।

লেজার ট্রিটমেন্ট কয়েকটি সেশনে করা হয়। সেশনের সংখ্যা বিভিন্ন রোগের ক্ষেত্রে বিভিন্ন হয়ে থাকে। সাধারণত প্রায় প্রতি ক্ষেত্রেই ৫টি সেশনের প্রয়োজন পড়ে। তবে কিছু ক্ষেত্রে কম-বেশিও হতে পারে।

লেজার ট্রিটমেন্টে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নেই বললেই চলে। এতে ব্যবহার করা হয় সূর্যের সবচেয়ে নিরাপদ প্রোটিন রশ্মি। কাজেই এখানে ক্যানসার হবার কোনো ঝুঁকি নেই। তাৎক্ষণিকভাবে ত্বকে লালচে ভাব, হালকা ফুলে যাওয়া- এরকম কিছু পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা গেলেও দীর্ঘমেয়াদি কিছু নেই। এ কারণে উন্নত দেশগুলোতেও এটি খুব জনপ্রিয়।

বিভিন্ন রোগের ওপর ভিত্তি করে এখানে ব্যবহার করা হয় বিভিন্ন ধরনের লেজার। যেমন, এখানে ব্রণের জন্য এক ধরনের লেজার ব্যবহার করা হয়, আবার জন্মদাগের জন্য ব্যবহার করা হয় অন্য ধরনের লেজার। অনেক সময় রোগীর প্রয়োজন অনুযায়ী কয়েকটি লেজার ক্রস বা ম্যাচ করেও চিকিৎসা করা হয়।

লেজার মেডিকেল সেন্টার হেয়ার রিমুভাল লেজার ট্রিটমেন্ট করাচ্ছে খুবই সফলভাবে। এটি শরীরের যেকোনো অংশে করা সম্ভব।

‘হাইটেকের ক্ষেত্রেচিকিৎসা সময়টাও কম লাগে এবং রোগীকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে থাকতে হয় না’

ডা. জাহানারা ফেরদৌস খান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক, লেজার মেডিকেল সেন্টার

আমাদের দেশে অনেক মহিলা রয়েছেন যাদের হরমোনজনিত কারণে পুরুষদের মতো থুঁতনিতে বা শরীরের অন্যান্য অংশে চুল হয়। লেজার ট্রিটমেন্টের সাহায্যে এখানে এর স্থায়ী সমাধান সম্ভব। সোরিয়াসিসের জন্য ফটো থেরাপি, ফটো ডায়নামিক থেরাপি, লেজার থেরাপি- এই তিন ধরনের থেরাপি ব্যবহার করা হয়। এক ধরনের সোরিয়াসিস রয়েছে যা ওষুধের মাধ্যমে দেড় মাস নিয়ন্ত্রণ করা যায়। কিন্তু লেজারের মাধ্যমে এটি ৭ বছর পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

শ্বেতীর মূলত কোনো চিকিৎসা নেই। খুব সামান্য কিছু ক্ষেত্রে ওষুধে এটি সেরে ওঠে। লেজার ট্রিটমেন্টে শ্বেতীর জন্য প্লাস্টিক সার্জারি ব্যবহৃত হয়। প্রথমে লেজার ট্রিটমেন্টের মাধ্যমে রোগের বিস্তৃতি নিয়ন্ত্রণ করা হয় এবং পরবর্তী ধাপে করা হয় প্লাস্টিক সার্জারি ।

লেজার ট্রিটমেন্টের সাহায্যে যাদের চুল পড়ে যাচ্ছে তাদের মাথায় আবার চুল গজানো সম্ভব। এছাড়াও যাদের মাথায় চুল হয় না তাদেরও হেয়ার ট্রান্সপ্লেন্ট করা যায় লেজার ট্রিটমেন্টের সাহায্যে। এছাড়া ব্রণ গর্ত বা চিকেন পক্সের গর্ত বা দাগ, মেসতা, কালো দাগ, বলিরেখা, জন্মদাগ, চামড়া ফেটে যাওয়ার দাগ ইত্যাদি দূর করা যায় লেজার পদ্ধতিতে।

কিছুদিনের মধ্যেই এখানে চালু হতে যাচ্ছে আরো কয়েক ধরনের লেজার ট্রিটমেন্ট। যেমন ENT লেজার সার্জারি, লেজার টুথ হোয়াইটিং, লেজার ফিজিও থেরাপি ইত্যাদি।

লেজার মেডিকেল সেন্টারের কনসালটেন্ট ফিজিশিয়ান ড. সামনুন এফ তাহা বলেন, 'আগে ডাক্তাররা সৌন্দর্য নিয়ে ততটা সচেতন ছিলেন না। ফলে সৌন্দর্যের পুরো ব্যাপারটি ছিল বিউটিশিয়ানদের হাতে। কিন্তু লেজার ট্রিটমেন্টের যে মেশিনারিজ রয়েছে তা ব্যবহার করতে ডাক্তার প্রয়োজন। কারণ এ ধরনের কাজে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দক্ষ লোক না হলে এসব যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা সম্ভব নয়।'

তিনি আরো বলেন, এ কাজে আগে বেশি ব্যবহার করা হতো প্লাস্টিক সার্জারি। কিন্তু লেজার ট্রিটমেন্ট যেহেতু সম্পূর্ণ কাটাছেঁড়া এবং ব্যথামুক্ত। তাই এর গ্রহণযোগ্যতা সবার কাছে বাড়ছে। ডা. তাহা এবং ডা জাহানারা ফেরদৌস খান ছাড়াও লেজার মেডিকেল সেন্টারের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ডা. কবির খান এবং ডা শামিম।

লেজার চিকিৎসার খরচ

এখানে চিকিৎসার খরচ নির্ভর করে মূলত রোগের ওপর। বিভিন্ন রোগের ক্ষেত্রে এবং প্রয়োজনীয় সেশন অনুযায়ী এর খরচ নির্ধারিত হয়। টাকা প্রতি সেশনে আলাদাভাবে নেয়া হয়। যেমন, ব্রণের জন্য চিকিৎসা হয় ৫টি সেশনে। প্রতি সেশনে খরচ সাড়ে ৫ হাজার টাকা। অবশ্য ক্ষেত্র বিশেষে ৩ বা ৫-এর অধিক সেশনের প্রয়োজন হতে পারে।

তিনটি ধাপে মেসতার চিকিৎসা হয়। মেসতার জন্য ৫ হাজার করে ৬টি সেশন প্রয়োজন হয়। শ্বেতীতে ফটো থেরাপি দিতে সপ্তাহে দু'বার আসতে হয়। প্রতি সেশনে লাগে ১৫০০ টাকা, শ্বেতীর ক্ষেত্রে অনেকগুলো সেশন লাগে। ডাক্তার রোগীর অবস্থা দেখে সেশন সংখ্যা ঠিক করে দেন।

হেয়ার রিম্যুভালের ক্ষেত্রে পুরো মুখ করাতে প্রতি সেশনে সাড়ে ৬ হাজার টাকা করে মোট ৫ সেশন। তবে যারা শুধু মুখের কিছু অংশ করেন তাদের খরচ পড়ে প্রতি সেশনে ৩ হাজার টাকা। আপাতদৃষ্টিতে এই খরচ ব্যয়বহুল মনে হলেও একজন রোগীর দীর্ঘদিনের চিকিৎসায় যা খরচ হয়, এটি তা থেকে অনেক কম। এ ছাড়া যারা দেশের বাইরে গিয়ে চিকিৎসা নিচ্ছেন তাদের খরচের একটি ক্ষুদ্র অংশ দিয়ে এখানেই পুরো চিকিৎসা করানো সম্ভব।

পাবনার একটি মেয়ের স্বপ্ন ছিল চাকরি করে টাকা রোজগার করবে। সে টাকা দিয়ে তার মুখের গুটি বসন্তের দাগ দূর করবে। দেশে লেদার চিকিৎসা পদ্ধতি চালু হওয়ায় তার স্বপ্ন পূরণ হয়েছে। ডা. তাহা বলেন, 'আমরা শুধু অসুখ নয়, তার স্বপ্নের বাস্তবায়ন করেছি।'

বর্তমান যুগ প্রযুক্তিনির্ভর। এই প্রযুক্তির যুগে লেজার মেডিকেল সেন্টারের মতো একটি চিকিৎসা কেন্দ্র নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের জন্য খুবই জরুরি। এতে করে যেমন বেঁচে যাবে মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা, তেমনি বহু রোগী পাবেন তাদের বিভিন্ন রোগের স্থায়ী সমাধান।

লেজার মেডিকেল সেন্টার
৭১ ও ৭৩ সোহরাওয়ার্দি এভিনিউ,
বারিধারা, ঢাকা-১২১২, ফোন : ৯৮৯৬৬৮১

'আগে ডাক্তাররা সৌন্দর্য নিয়ে ততটা সচেতন ছিলেন না। ফলে সৌন্দর্যের পুরো ব্যাপারটি ছিল বিউটিশিয়ানদের হাতে'

ড. সামনুন এফ তাহা
কনসালটেন্ট ফিজিশিয়ান
লেজার মেডিকেল সেন্টার